ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-২৮২৫

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচার

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মহিলার জীবন বাঁচিয়ে সুস্থ করে তুললেন বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ধলাই জেলার মনু এলাকার ৫২ বৎসর বয়সী এক রোগীনিকে নিরাময় করলেন চিকিৎসকরা।বছর দেড়েক আগে উনি বাঁ পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন। মহিলার পায়ের সঠিক সময়ে সুচিকিৎসা না করার ফলে পায়ের মধ্যে ক্ষত শুরু হয়ে যায়। অবশেষে উনার পরিবার পরিজনেরা গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মহিলাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জনডাঃ নির্মল দেববর্মার কাছে নিয়ে আসেন। তখন ডাঃ দেববর্মা দেখতে পান যে মহিলার বাম পায়ের হাঁটুর নিচের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে গ্যাংগ্রিন শুরু হয়ে গেছে, যা দ্রুত শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি জানান যে, মহিলার জীবন বাঁচাতে হলে পায়ের নিচের অংশ কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। এই কঠিন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া মহিলার পরিবার পরিজনদের জন্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে, তখন চিকিৎসক সহ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা মহিলার পরিবার পরিজনদেরকে সাহস যোগান এবং এই সমস্যাটির জন্য অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মহিলার জীবন বাঁচিয়ে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলেন। অবশেষে মহিলার পরিবার পরিজনদের সম্মতির ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ নির্মল দেববর্মা উনার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মহিলার বাম পায়ে দেড় ঘণ্টাব্যাপী সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এদিকে মহিলার হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অনেক কম থাকায় অস্ত্রোপচারের সময় উনাকে তিন ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ নির্মল দেববর্মার নেতৃত্বে উক্ত অস্ত্রোপচার টিমে ছিলেন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রূপময় দাস, নার্সিং অফিসার ছিলেন কাবেরী সাহা এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সুভাষ দেববর্মা ও মিঠুন মল্ল। এই অস্ত্রোপচার টিমে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্ব সুচারুভাবে পালনের মধ্য দিয়েএই জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য মহিলার আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ন বিনামূল্যে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলা যদিও একটি অঙ্গ হারিয়েছেন, তবুও উনার মনের জোর হারাননি, বরং এই সমস্যাটি তাঁর জীবনের শেষ নয়, শুরুর এক বার্তা। মহিলা এবংউনার পরিবার পরিজনরা বুঝতে পেরেছেন যে আঘাতপ্রাপ্ত পায়ের ক্ষত স্থানে গ্যাংগ্রিন শুরু হয়ে তা দ্রুত শরীরের অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল যা, মহিলার জীবন সংশয় ঘটতে পারতো। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চিকিৎসা পরিষেবায় মহিলা নতুন জীবন লাভ করায় তাঁর পরিবার পরিজনেরা অর্থোপেডিক সার্জন সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

****